আমূল পরিবর্তন

(Radical Change)

আদিপুস্তক ৪৫:১৬-২৮ পদ

আজ আমরা যোষেফের ভাইদের জীবনে ও তাদের পিতা যাকোবের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখতে চলেছি। দুঃর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে যেখানে তাদের সকলের মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল, তখন ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরিকল্পনা অনুসারে, তাদের কেবল বাঁচানো নয়, কিন্তু রাজকীয় আভিজাত্যে পূর্ণ করলেন। তাদের এই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন, তথা আশীর্বাদকে আজ দেখতে চলেছি।

ক। যোষেফের ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন: আজ আমাদের শাস্ত্রাংশের শুরুতে আমরা যে ঘটনাকে দেখতে পাচ্ছি, তা হল, যোষেফের ভাইদের মিসরে আগমনের কথা মিসররাজ অর্থাৎ ফরৌণ শুনতে পেয়েছে। এখন যোষেফের প্রতি ফরৌণের সুনজর প্রদর্শন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। যোষেফের কারণে সেই মারাত্মক দুঃর্ভিক্ষের মধ্যে, তখনও মিসরে যথেষ্ট খাদ্যশস্য ছিল। কারণ যোষেফের পরামর্শ অনুসারে, শস্য-বাহুল্যের ৭ বৎসর ধরে শস্য মজুত করা হয়েছিল। এখন যোষেফের মাধ্যমে ঈশ্বর তার রাজ্যকে এই আশীর্বাদ করায়, ফরৌণ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে যোষেফের সমস্ত পরিবারকে মিসরে এসে বসবাস করতে আমন্ত্রণ জানাল। ৪৫:১৭-১৮ পদে ফরৌণ যোষেফকে এমন কথা বলেছে, *"তুমি তোমার ভাইদের বল, তোমরা এই কাজ কর, তোমাদের পশুদের পিঠে শস্য চাপিয়ে কনান দেশে গমন কর, এবং তোমাদের পিতাকে ও নিজের নিজের পরিবারকে আমার কাছে নিয়ে এস; আমি তোমাদের মিসর দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেব, আর তোমরা দেশের সারাংশ ভোগ করবে।"* হ্যাঁ, ফরৌণ যোষেফের পরিবারকে *"মিসর দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য"* এবং *"মিসর দেশের সারাংশ"* দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে। অর্থাৎ তাদের সমস্ত সম্পত্তি কনানে ত্যাগ করে মিসরে আসতে ফরৌণ তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আরও বলেছে যে, তারা যদি ফরৌণের কথা শুনে মিসরে আসে, তাহলে তারা তাদের মিসরের বাড়ীতে তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, তথা মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও সারাংশ পেতে চলেছে।

কনান ফিরে যাবার পথে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ও যোষেফ যুগিয়ে দিল। এর আগে তারা অবান্তর দুঃশ্চিন্তা করেছিল যে, যোষেফ তাদের সমস্ত গাধা চুরি করবে (৪৩:১৮)। কিন্তু সেই দুঃশ্চিন্তার বিপরীতে, যোষেফ এখানে তাদের পিতার জন্য ২০টি অতিরিক্ত গর্দভী দিয়েছে (২৩ পদ)। তাদের দশটির পিঠে মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং অন্য দশটির পিঠে পিতার পাথেয়ের জন্য শস্য ও রুটি চাপিয়ে যোষেফ পাঠিয়েছে। পাশাপাশি, যোষেফ তার প্রত্যেক ভাইকে এক জোড়া বস্ত্র দিয়েছে; কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ জোড়া বস্ত্র দিয়েছে।

যোষেফের কাহিনীতে এই বস্ত্র বা পোষাক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে (যোষেফের যখন ১৭ বৎসর বয়স), পিতা যাকোব একটি চোগা প্রস্তুত করে কেবল যোষেফকে দিয়েছিল, যে কারণে যোষেফের বিরুদ্ধে তার দাদাদের হৃদয় যোষেফের প্রতি ঘৃণা ও তিক্ততায় পূর্ণ হয়েছিল (৩৭:৩-৪)। আবার, যোষেফের সেই চোগাতে পশুর রক্ত মাখিয়ে তারা তাদের পিতার কাছে উপস্থিত করেছিল, যেন তাদের পিতা সেই মিথ্যা বিশ্বাস করে যে, যোষেফকে কোনও পশু হত্যা করেছে (৩৭:৩১-৩২)। রক্তমাখা যোষেফের সেই বস্ত্র দেখে ও লোক মারফৎ সেই কথা শুনে যাকোব নিজের বস্ত্র চিরে কোমড়ে চট পরে যোষেফের জন্য অনেক দিন ধরে শোক করেছিল (৩৭:৩৪)। কিন্তু পিতার সেই আচরণ দেখেও যোষেফের দাদারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। কিন্তু দীর্ঘ ২২ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যোষেফের দাদাদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, আমরা বিন্যামীনের প্রতি যোষেফের দাদাদের আচরণে পরিবর্তন দেখেছি। যোষেফকে হারিয়ে পিতা যাকোব যখন বিন্যামীনের প্রতি মুখাপেক্ষা শুরু করেছিল, তখন তা দেখে যোষেফের দাদারা কিন্তু যোষেফের ন্যায় বিন্যামীনকেও ঘৃণা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেনি। তা যদি তারা করত, তাহলে তারা যোষেফের প্রতি যা করেছিল, বিন্যামীনের প্রতিও তার পুনরাবৃত্তি করতে পারত। কিন্তু তা করার পরিবর্তে আমরা দেখেছি (যখন বিন্যামীনের বস্তায় রুপোর বাটি পাওয়া গেছে), তারা নিজেদের বস্ত্র চিরেছে (৪৪:১৩)। কেবল তাই-ই নয়, যিহুদা এ কথা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, তাদের প্রতি এই সমস্ত ঘটনার কোনটাই কাকতালীয় ঘটনা নয়; পরিবর্তে, এদের দ্বারা ঈশ্বর তাদের অপরাধ সপ্রকাশ করেছেন (৪৪:১৬)। যিহুদা আরও বলেছে, তারা যদি বিন্যামীনকে মিসরে ত্যাগ করে কেবল নিজেরা কনানে ফিরে যায়, তাহলে তার দ্বারা তারা তাদের পিতার মৃত্যুর কারণ হবে, তাদের পিতা পুত্র-শোকে তার পাকা চুলে (বৃদ্ধ বয়সে) পাতালে নামবে (মারা যাবে) (৪৪:৩১)। অন্য ভাইদের যখন এক জোড়া করে বস্ত্র দিয়েছে, তখন বিন্যামিনকে তিনিশত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ জোড়া বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা দেখেও অন্য ভাইরা বিন্যামিনকে ঘৃণা করেনি বা একে মুখাপেক্ষা জ্ঞান করে প্রতিবাদ করেনি।

আবার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যোষেফ তার প্রত্যেক ভাইকে এক জোড়া করে বস্ত্র উপহার দিয়েছে। এর দ্বারা যোষেফ প্রকাশ করেছে যে, তার প্রতি তার দাদাদের পাপ যোষেফ ঢাকা দিয়েছে বা ক্ষমা করেছে। যোষেফ নিজেও তার দাদাদের উপর যে সমস্ত পরীক্ষা চালিয়েছে, যোষেফ তাকেও ঢাকা দিয়েছে। যোষেফ তাদের পুরানো, ছেঁড়া, জোড়া-তালি মারা বস্ত্রের পরিবর্তে নতুন কাপড় দিয়েছে।

যাইহোক, মিসরের সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও সারাংশে বোঝাই শকট নিয়ে যোষেফের ভাইরা কনানের উদ্দেশে তাদের যাত্রা শুরু করল। যোষেফের যে ভাইরা দারিদ্র ও খাদ্যাভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, তারা রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ ও আভিজাত্যের অধিকারী হয়ে বাড়ি ফিরতে চলেছে।

খ। পিতা যাকোবের প্রতিক্রিয়া: যোষেফের ভাইদের ভাগ্যের চাকা এই ভাবে পরিবর্তিত হবার পর, তারা যখন কনানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন তাদের দেখে তাদের পিতা তাদের থেকেও বেশি অবাক হয়েছিল। মিসরে যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তখন তাদের পিতা যাকোব কনানে তাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। যাকোব এই সমস্ত ঘটনার বিষয় কিছুই জানত না। তাই, তার পুত্ররা যখন কনানে ফিরে আসল এবং ঘোষণা করল যে, ***"যোষেফ এখনও জীবিত আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে"*** (৪৫:২৬), তখন সেই কথা শুনে যাকোবের কী পরিস্থিতি হয়েছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। যাকোবের কাছে সেই কথা এতটাই বিস্ময়ের ছিল যে, প্রথমে যাকোব তা বিশ্বাস করতে পারিনি। ২৬ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তথাপি তার হৃদয় জড়বৎ থাকল, কারণ তাদের কথায় তার বিশ্বাস হল না।"*** যাকোব ভেবেছিল, এবার হয়ত তাকে বিন্যামীনকেও হারাতে হবে, আর তা যদি সত্যি ঘটে, তাহলে সেই শোকে তার মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু যাকোব তার ছেলেদের মুখে যে আনন্দ সংবাদ শুনেছে, তা তাকে প্রায় বধ করতে চলেছে।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটার পর, যে বিষয়টি আমরা সাধারণত আশা করতে পারি, তা হল, যোষেফের প্রতি তারা যে বিশ্বাসঘতকতা করেছিল, তাকে কেন্দ্র করে একে অন্যকে দোষারোপ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, তাদের ভেঙ্গে যাওয়া পরিবারে ঈশ্বর যে পরিবর্তন সাধন করেছেন, তা তাদেরকে অতীতের পাপের ঘানি টানা থেকে দূরে রেখেছে। হতে পারে, তাদের মধ্যে সেই তর্ক ও একে অন্যকে দোষারোপ করার সম্ভাবনাকে যোষেফ আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিল; আর তাই যোষেফ তাদের প্রতি সেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল: ***"পথে ঝগড়া কোরো না"*** (৪৫:২৪)। এর থেকে স্পষ্ট যে তার দাদারা সত্যিই অনুতপ্ত এবং যোষেফ তাদের ক্ষমা করেছে। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

আরও একটি বিষয় যেন আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। আর সেই বিষয়টি হল, যোষেফের দাদারা মিসর থেকে ফিরে এসে তাদের পিতাকে ফরৌণের প্রতিজ্ঞা এবং তার কাছ থেকে পাওয়া ঐশ্বর্য বা সম্পত্তির বিবরণ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। তারা তাদের পিতাকে এমন কথা বলতে পারত: *"বাবা, আমরা যদিও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম, আমাদের যদিও পথে বসবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু এখন আমরা প্রচুর ধনে ধনী হয়েছি।"* কিন্তু না, এমন কোনও কথা আমরা তাদের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি না। পরিবর্তে, তাদের কথা ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোবের উত্তরের মধ্যে আমরা কেবল একটি বিষয়কেই দেখতে পাচ্ছি, আর সেই বিষয়টি হল: হারিয়ে যাওয়া যোষেফের জীবন ও তার উন্নতি। এর দ্বারা আমরা কেবল যোষেফের ভাই নয়, কিন্তু যাকোবের মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন উপলব্ধি করি।

কারণ যাকোবের জীবন হল, জাগতিক আশীর্বাদ অর্জনে অনৈতিক প্রচেষ্টার সম্ভার। প্রথমে আমরা তাকে দেখেছি এষৌর ক্ষুধাকে ব্যবহার করে সে তার জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করেছে, পরে পিতাকে ঠকিয়ে জ্যেষ্ঠের আশীর্বাদও চুরি করেছে (২৫১২৯-৩৪; ২৭:২২-৩২)। পশু পালনের ক্ষেত্রেও যাকোব তার মামার সঙ্গে প্রতারণা করে অধিক পশুর মালিক হতে চেষ্টা করেছে (৩০:২৫-৪৩)। এমনকী ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেও সে আশীর্বাদের অধিকারী হতে চেয়েছে (৩২:২২-৩২)। যাকোব বিস্ময়কর প্রতারণা ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এ সমস্তের মধ্যে আমরা যে সত্য দেখতে পেয়েছি, তা হল, জাগতিক বিষয়-সম্পত্তিতে যাকোব তার জীবনকে কেন্দ্রীভূত করেছে, জাগতিক আশীর্বাদই ছিল তার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই যাকোব সুন্দরী স্ত্রী লাভ করতে চেয়েছে, অনেক সন্তানের পিতা হতে চেয়েছে, পদমর্যাদা ও ধন লাভ করতে চেয়েছে। আবার, জাগতিক ধনের বিভিন্ন উপঢৌকন পাঠিয়ে যাকোব এষৌর মন পর্যন্ত জয় করতে চেয়েছিল। তথাপি, যথেষ্ট জাগতিক ধনের অধিকারী হয়েও যাকোব কিন্তু উত্তম পিতা বা স্বামী হতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যোষেফকে ফিরে পাবার পর থেকে আমরা যাকোবের মধ্যে এ বিষয়ে এক মহা পরিবর্তন দেখতে পাই। যাকোবের জীবনে অগ্রাধিকারকে ঈশ্বর আমূল পরিবর্তিত করতে চলেছেন।

এখানে আমরা একটি প্রশ্ন করতে পারি: যদি যাকোবকে কনান থেকে মিসরে নিয়ে আসাই যোষেফের লক্ষ্য হয়, তাহলে যোষেফ কেন ঐ সমস্ত ধন-সম্পত্তি বোঝাই করে শকট পাঠিয়েছিল? যোষেফ ঐ সমস্ত ধন-সম্পত্তি মিসরে তাদের নতুন বাসস্থানে সাজিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু তা না করে, তা কেন কনানে পাঠিয়েছিল? কারণ, তার ভাইরা কনানে ফিরে গিয়ে যখন তাদের পিতাকে এই কথা বলবে, ***"যোষেফ এখনও জীবিত আছে, আবার সমস্ত মিসর দেশের উপর সে-ই শাসনকর্তা,"*** তখন সেই অবিশ্বাস্য কথার প্রতি যাকোবের মনে আস্থা তৈরী করতে এই সমস্ত ধন-সম্পত্তির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। তাই ২৭ পদে এই কথা বলা হয়েছে, ***"কিন্তু যোষেফ তাদেরকে যে সমস্ত কথা বলেছিল, সেই সকল তারা যখন তাকে (যাকোবকে) বলল, এবং তাকে (যাকোবকে) নিয়ে যাবার জন্য যোষেফ যে সকল শকট পাঠিয়েছিল, তা যখন যাকোব দেখল, তখন তাদের পিতা যাকোবের আত্মা পুনর্জীবিত হয়ে উঠল।"*** জাগতিক ধন-সম্পত্তির প্রতি যাকোবের যে কত বড় মায়া ছিল, তা যোষেফ ভালো করেই জানত; আর তাই পিতা যাকোবের মনকে নাড়া দিতে যোষেফ ফরৌণের কাছ থেকে পাওয়া মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও পাথেয় খাদ্যদ্রব্য বোঝাই শকট পিতা যাকোবের কাছে পাঠাতে ভুলে যায়নি। কিন্তু সেই সমস্ত পার্থিব ধন-সম্পত্তি দেখে যাকোবের প্রতিক্রিয়া আমাদের অবাক করে। ঈশ্বর যাকোবের মধ্যে কাজ করেছেন, আর তাই, ঐ সমস্ত জাগতিক ধন-সম্পত্তির দ্বারা নয়, কিন্তু তার পুত্র যোষেফের জন্যই যাকোবের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ: ***"এই যথেষ্ট, আমার পুত্র যোষেফ এখনও জীবিত আছে, আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে মিসরে গিয়ে তাকে দেখব"*** (২৮ পদ)। ২২ বৎসর পূর্বে যোষেফের ভাইরা যখন রক্তমাখা যোষেফের চোগা যাকোবের কাছে এনেছিল, তখন যাকোব দুঃখে এমন কথা বলেছিল, ***"আমি দুঃখ করতে করতে পুত্রের কাছে পাতালে নামব"*** (৩৭:৩৫)। কিন্তু ২২ বৎসর পর যোষেফের সেই ভাইরা যখন শকট বোঝাই ধন-সম্পত্তি নিয়ে যোষেফের কাছ থেকে ফিরেছে, তখন যাকোব এই কথা বলছে, ***"আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে মিসরে গিয়ে আমার পুত্রকে দেখব।"*** ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনায় যাকোব ও যোষেফের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটতে চলেছে, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ পাতালে নয় (মৃতদের দেশে নয়), কিন্তু মিসরে (জীবিতদের দেশে)।

দুঃর্ভিক্ষ থেকে সৌভাগ্যের এই যে পরিবর্তন যোষেফের ভাইদের জীবনে ঘটেছে, তার মধ্যে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবিকে দেখতে পাই। লূক ৬:২০-২১ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের এমন কথা বলেছেন, ***"ধন্য দীনহীনেরা,***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। ধন্য তোমরা, যারা এখন ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য তোমরা, যারা এখন রোদন কর, কারণ তোমরা হাসবে।'' যোষেফের ভাইরা যেমন যাকোবের কাছে সুসংবাদ আনয়ন করেছিল, ঠিক একই ভাবে, আমরা যখন মৃত্যুছায়ার উপত্যকা দিয়ে যাই, তখন খ্রীস্টের এই কথা আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়। যিনি শত্রুহস্তে সমর্পিত হয়ে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ হয়ে মারা গেছিলেন, তিনি জীবিত। কেবল তাই-ই নয়, তিনি আবার সমস্ত সৃষ্টির মালিক। যীশু নিজে আমাদের পাপের ভার গ্রহণ করেছেন। আমরা যদি তাঁর সন্তান হই, তাহলে জানি যে, তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, এবং আমাদেরকে তাঁর ধার্মিকতার বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন। আমাদের পাপের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ, দোষারোপ, ও আত্ম-পক্ষ সমর্থনের সমস্ত প্রয়োজন থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন; লজ্জ্যা ও দুঃখভোগ থেকে মুক্ত করেছেন। পুত্রের দ্বারা উৎসর্গীকৃত সেই পবিত্র-বলিতে সন্তুষ্ট হওয়ায় পিতা ঈশ্বর আমাদের তাঁর রাজ্যে গ্রহণ করেছেন। পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশু খ্রীস্ট আমাদেরকে তাদের রাজকীয় প্রতাপে উত্তরাধিকারী করেছেন, যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পৃথক করতে পারবে না। যতদিন না আমরা আমাদের সেই অনন্ত উত্তরাধিকারে প্রবেশ করি, ততদিন সেই যাত্রাপথের পাথেয় তিনিই আমাদের যুগিয়ে চলেছেন। আবার ফরৌণের শকট যেমন মিসরে তাদের অধিকারের পক্ষে নিশ্চয়তা ছিল, ঠিক তেমনই তাঁর সন্তান আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার আবাস আমাদের আগামী উত্তরাধিকারের পক্ষে নিশ্চয়তা ও মুদ্রাঙ্ক (ইফিষীয় ১:১৩)।

আবার, যোষেফের ভাইদের মুখে যোষেফের জীবিত থাকার কথা শুনে যাকোবের যে প্রতিক্রিয়া আমরা এখানে দেখতে পাই, তার সঙ্গে আমরা যীশুর পুনরুত্থানের কথা শুনে যীশুর শিষ্যদের প্রতিক্রিয়াকে তুলনা করতে পারি। যাকোবের ন্যায় যীশুর শিষ্যরাও প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদের মনে সন্দেহ ডানা বেঁধেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত যীশুর পুনরুত্থানে তারা বিশ্বাস করেছিল। আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করতে, যীশু আমাদেরকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে চালনা করে থাকেন, যাদের দ্বারা তিনি আমাদের তাঁর বাস্তবতা এবং তাঁর অনুগ্রহের স্পর্শ দিয়ে থাকেন। ফলস্বরূপ, আমরা সেই নিশ্চয়তা লাভ করি, যীশু যেহেতু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আমরাও একদিন তাঁকে ''জীবিতদের দেশে'' মুখোমুখী হয়ে দর্শন করব। হতে পারে, এখন আমরা খুবই কষ্টের, অসহ্য যন্ত্রণার, বীভৎস পরিবেশের মধ্যে আছি; দীনহীনতায়, ক্ষুধায় বা রোদনে দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু আমাদের এই পরিস্থিতি চিরকাল থাকবে না, এরাই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়। আগামী জীবনে আমরা যে সুখ ভোগ করতে চলেছি, তাদের তুলনায় এই দুঃখভোগ কিছুই নয়। পৌল তাই এমন কথা বলেছে, *''আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়''* (রোমীয় ৮:১৮)। পিতরও একই কথা বলেছে, *''যে পরিমাণে খ্রীস্টের দুঃখভোগের সহভাগী হচ্ছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, যেন তাঁর প্রতাপের প্রকাশকালে উল্লাস সহকারে আনন্দ করতে পার। তোমরা যদি খ্রীস্টের নামের কারণে তিরস্কৃত হও, তব তোমরা ধন্য, কারণ প্রতাপের আত্মা, এমনকী, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি করছেন''* (১পিতর ৪:১৩-১৪)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com